অতুল্য-প্রফুল্লর পতন

জনমতের জয়

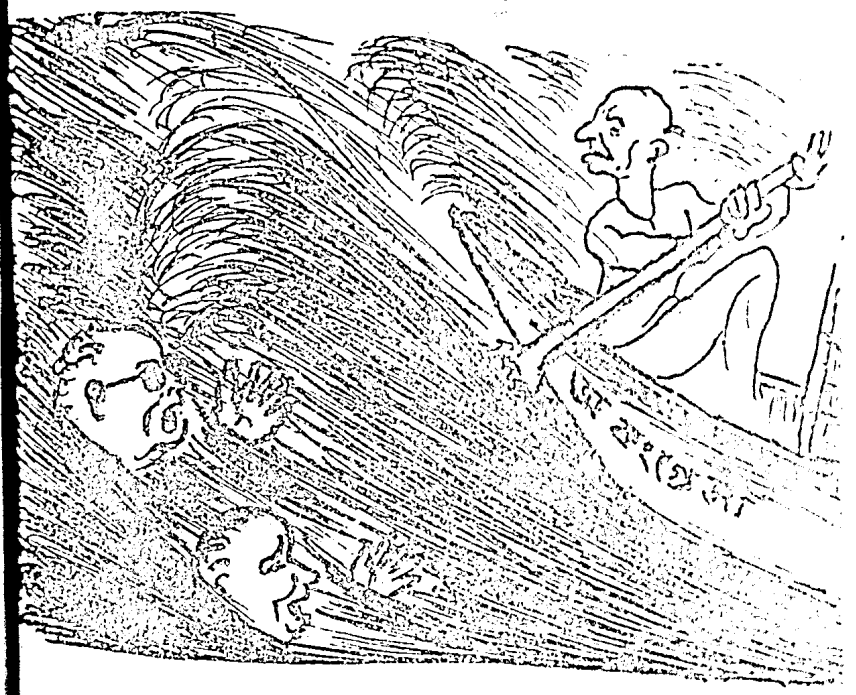

বিরস বাংলার সরস কথা (৬)

॥ লেখক ॥
শ্রীকুমার পাউক

মূল্য ১০ পয়সা

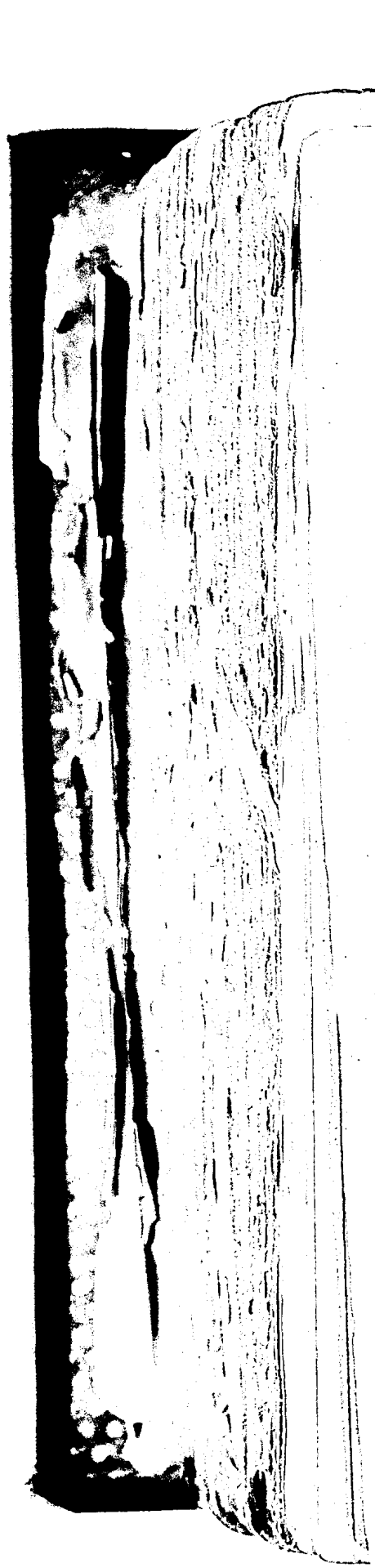

গণ-জাগরণ

সারা দেশে দেখি দিকে দিকে আজ জনতার জাগরণ
দুর্নীতি দূর করিবারে যেন করেছে মৃত্যু পণ।
আরামবাগের বীর সৈনিক বাঁকুড়ার সেনাপতি
ঘুরিয়ে দিয়েছে গণতন্ত্রের রথচক্রের গতি।
অজয় নদের প্রবল বন্যায় খড়কুটো যায় ভেসে
নতুনের ডাক এসে গেছে আজ সারাটা বাংলা দেশে।
ঘসে ঘসে ঘসে ঘোষ ক্ষয়ে গেল সেন গেল শ্যেন দৃষ্টিতে,
খতম হয়েছে মানিক জোড়েরা নাম মুছে গেল লিষ্টিতে।
দিক দিক থেকে ছুটে এল ওই কেরাণী কর্মচারী
মেহনতি যত মজুর গরীব ছুটে এল সারি সারি।
অজয়ের ওই বিজয় মিছিলে সামিল হয়েছে সব,
চারিদিকে শুনি লাখো জনতার মুখরিত কলরব।
কাঁচকলা আজ দেখিয়ে দিয়েছে লাখো লাখো ভোটদাতা
এই বঙ্গে ছুটি বিষ-বৃক্ষের উপড়ে ফেলেছে মাথা।
বাংলা বিহার উড়িষ্যা আর মাদ্রাজ পাঞ্জাব,:
রাজস্থান আর কেরলে জনতা জবাব দিয়েছে সাফ।
সারা ভারতে এ গণ জাগরণ রোধ করে কার সাধ্য
বিলাস ব্যসন চায়নি কেহই চেয়েছিল ছুটি খাদ্য।
পুঞ্জিভূত সেই ধূমায়িত ক্রোধের ঘটেছে বিস্ফোরণ,
জেগেছে আজিকে সারা ভারতের কোটী কোটী জনগণ।

মন্ত্রীপাত

অজয় নিলেন বিজয় মাল্য
প্রফুল্ল সেন বধ করে
জিতেন্দ্র আজ গেলেন জিতে
অতুল্য ঘোষ যান হেরে
রামরাজের আজ দফা রফা
রাজ ফুরাল এবার তার
ছাত্র নেতা পি নিবাসন
খেল দেখাল চমৎকার।
রাষ্ট্রমন্ত্রী অর্ধেন্দু হায়
গেলেন ডুবে সিন্ধুতে
পূর্ণেন্দু নস্কর মশাই
গেলেন মিশে বিন্দুতে।
নেপাল রায়ের কপাল খারাপ
তাইত তিনি গেলেন হেরে
ব্যর্থ হয়ে অর্থমন্ত্রী
শচীন যাবেন অচীনপুরে।
মায়ার মায়ায় ভুললো না কেউ
তাকেও দিল দূর করে
এস কে পাতিল বাতিল হল
এবার পাতিল ভাঙ্গল রে।

গৌতম শর্মা নিলেন বিদায়
স্মরজিতের নেইক জিৎ
রাজবাহাদুরের ফুরাল রাজ
শ্যামাদাসও হলেন চিৎ।
গুরুমুখ সিং মুসাফির হায়
মুসাফিরই করল তায়
কৃষ্ণবল্লভ সহায় থেকেও
তবু তিনি নেন বিদায়
ভক্তবৎসলম হলে কি হয়
তারও যে আজ শেষের দিন
মুখটি বুজে চুপটি করে
বিদায় নিলেন টি, এন, সিং
খাদ্যমন্ত্রী সুব্রহ্মনীয়ম
এবার তিনি বিদায় হলেন
তার কাছে কেউ চাবে না খেতে
এখন তিনি নিজেই খাবেন।
মেহেরচাঁদ খান্না মশাই
বিদায় নিতে হচ্ছে যাকে
মহাবীর ত্যাগী দেখছি এখন
ত্যাগী করেই ছাড়ল তাকে।
কত রথি আর মহারথা
এ নির্ব্বাচনে হলেন কাৎ
দিকে দিকে জনসাধারণ
করছে কেবল মন্ত্রীপাত।

ভরা ডুবি

স্থান—কংস ভবন। বিচলিত বঙ্গেশ্বর প্রতুল পায়চারী করতে করতে .....(স্বগতঃ)

প্রতুল—আজ আমি একা-নিঃস্ব, গতকাল ও ওরা আমার কাছে এসে গেছে। কাকেও আদেশ দিয়েছি, কাকেও অনুরোধ করেছি, কাকেও প্রত্যাখ্যান করেছি। আর আজ ..... ?

(উৎফুল্লের প্রবেশ)

উৎ—বঙ্গাধিপতির জয় হোক। (করজোরে অভিবাদন)

প্রতু—কি পরিহাস করছ বন্ধু! কর, বাঁকুড়া আমায় পরিহাস করেছে,—পরিহাস করেছে সেখানকার জনসাধারণ আর...

উৎ—আরাম বা..... ...

প্রতু—আরামবাগ!

উৎ—হ্যাঁ আরামবাগ আমায় পরিহাস করেছে, আমি আজ পরাজিত।

প্রতু—আরামবাগ! আরামবাগ! রাক্ষুসী আরামবাগ, আর ওই বাঁকুরা, এই কে আছিস?

উৎ—আজ আর আমাদের ডাকে কেউ আসবে না প্রভু।

প্রতু—ও, হ্যা তাইত পুরানো অভ্যাসটা এখনও বদলাতে পারছি না।

(নেপথ্যে শুভেন্দুশেখর লস্করের গীত শোনা গেল)

আমায় ডুবাইলিরে
আমায় ভাসাইলিরে
অকুল দরিয়ায় বুঝি
কুল নাইরে।

প্রভু—কে! কে! অমন করে গান গাইছে ?

শু—আমি। (শুভেন্দুর প্রবেশ)

প্রভু—শুভেন্দু তুমি, এ গান ত তোমার মুখে কখনও শুনিনি বন্ধু।

শুভেন্দু—ভোটের দরিয়ায় আমি যে ডুবে গেছি প্রভু।

প্রভু—তুমিও, তবে কি বাংলা আমাদের ভালবাসে না বন্ধু! বাংলার মাটি, বাংলার জল. বাংলার বায়ু বাংলার ফল, এদের কি আমি ভালবাসিনি শুভেন্দু! বাংলাকে আমি ভাল বেসেছিলাম, জোতদার, মজুতদার, ব্যবসাদার এদের আমি ভাল বেসেছিলাম, এই এই কি তার পরিণাম! ওঃ ভগবান।

উৎ—আমি, আমিও ত বাংলাকে ভাল বেসেছিলাম সেই সাথে আপনাকেও, আপনার আদেশে খাদ্য আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে আদেশ দিয়েছি। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবীর সংগ্রাম কে ট্রাইবুনালে ঝুলিয়ে দিয়ে আপনার আর ওই মালিকের সন্তুষ্টি বিধান করেছি। সাধারন হরতাল ভাঙ্গার চেষ্টা করেছি, মানুষকে আধপেটা খাইয়ে কলা দেখিয়েছি। তার কি এই পরিনাম!

প্রভু—উত্তেজিত হয়োনা বন্ধু, আরামবাগ তোমাকে ঠাঁই দেয়নি বলে ……,

উৎ—আঃ খালি আরামবাগ আর আরামবাগ আরামবাগ হয়তো আমায় ভালবাসে, কিন্তু ঘরের শত্রু বিভীষণ না থাকলে"

প্রভু—বিভীষণ!

উৎ—হ্যা বিভীষণ, ওই বিজয়কে যদি আপনি বহিষ্কার না করতেন তাহলে আজকের ইতিহাস হয়ত অন্যভাবে লেখা হত। ওই আরামবাগের মাটী থেকে আজ পরাজিত সিরাজের মত আমায় পালিয়ে আসতে হত না।